দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 29-NOV 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 7 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সংকটের কবলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

কুলাউড়া, সাঁথিয়া ও জীবননগর থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুরবস্থার খবর পাওয়া গেছে। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সংকটের কবলে পড়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটছে।

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, কুলাউড়া উপজেলার অন্তর্গত ৮ নং রাউতগাঁও ইউনিয়নের একিদতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘ ৩৫ বছর পরেও সরকারী কোন অনুদান পায়নি। অর্থাভাবে এ বিদ্যালয়-সংস্কার করা হচ্ছে না। যে কোন মুহূর্তে বিদ্যালয়ের ঘর পড়ে যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা বিঘ্নিত হচ্ছে।

উক্ত বিদ্যালয়ের আশপাশে ২ মাইলের ভেতরে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। প্রায় ৫/৬টি গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে থাকে। উক্ত বিদ্যালয়ে ৩ শতাধিক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৩ জন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে স্থানীয় ব্যক্তিদের অনুদানের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চসহ প্রয়োজনীয় সব আসবাবপত্র প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মাটিতে বসে এবং দাঁড়িয়ে লেখাপড়া করতে হচ্ছে। গত অর্থবছরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এ বিদ্যালয়টি পাকা করার জন্য ফেসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট টেণ্ডার আহ্বান করে মেসার্স সেলিম ট্রেডার্সকে কাজের দায়িত্ব ভার অর্পণ করে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে অদ্যাবধি উক্ত কাজে হাত দেয়া হয়নি। বর্তমানে বিদ্যালয়টি অর্থাভাবে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

সাঁথিয়া

সাঁথিয়া (পাবনা) থেকে সংবাদদাতা জানান, সাঁথিয়া উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানা সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষক স্বল্পতা, চেয়ার-বেঞ্চের অভাবসহ জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবনের মধ্যে ঠাসাঠাসিভাবে বসে অথবা গাছতলায় ক্লাস করতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের।

এ উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৭টি, বেসরকারী ৩৩টি, উচ্চ বিদ্যালয় ১৬টি, মহাবিদ্যালয় ৩টি। এছাড়া রয়েছে ১৪টি মাদ্রাসা। দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সংস্কার না হওয়ায়, ৯টি বিদ্যালয়ের বেড়া নেই। ৪টি বিদ্যালয়ের ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। চোমরপুর, সাঁথিয়া ২নং, বোয়াইলমারী, ধুলাউড়ি, রামকান্তপুর, সোনাতলা, আপ্তাবনগর, নাগডেমড়া, আতাইকুলা, কাশিনাথপুর, হাটবাড়িয়া, গোপিনাথপুর, ধোপাদহ, করমজা, ভিটাপাড়া, সরিষা, সেলন্দা, ছনদহ, মিরাপুর ও নাড়িয়াগদাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক, চেয়ার, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির অভাব। উল্লেখিত বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বেশী হওয়ায় বিদ্যালয়গৃহে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের চাটাই-এর ওপর বসে গাছতলায় ক্লাস করতে হয়, বৃষ্টির দিনে ক্লাস হয় না। শিক্ষক কম ৩৮টি স্কুলে। দীর্ঘদিন ধরে ৪ জন শিক্ষক নিয়ে বিদ্যালয়গুলো চলছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিসের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ৩৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বর্তমানে ১৮টি চালু আছে। অবশিষ্ট ১৫টি বন্ধ হয়ে গেছে। ফেচুয়ান ও জোড়গাছা প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দৌলতপুর, শালঘর ও মাছখালী প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টির বেড়া ও বেঞ্চ নেই। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো গত ২০ বছরে ১টি টাকাও সরকারী সাহায্য পায়নি। গোপালপুর ও মাছগ্রাম বিদ্যালয় দু'টি সুষ্ঠুভাবে চলার ৪২ বছর পরও অদ্যাবধি সরকারী হয়নি।

উপজেলার ১৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সবগুলোই বেসরকারী। ক্রমবর্ধমান ছাত্র ছাত্রীদের বসার জন্য বেঞ্চের তীব্র অভাব। শিক্ষকরা যে বেতন পান তার পরিমাণ কম। গত বছর ৯টি উচ্চ বিদ্যালয় উপজেলা তহবিল থেকে যে আর্থিক সাহায্য পায়, তা দিয়েই দু'একটি ঘর উঠানো হয়েছে। এছাড়া গত ৫ বছরে উন্নয়ন খাতে কোন প্রকার সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়নি। স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় শত্রুসেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়টি এ যাবৎ মেরামতের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। একমাত্র সাঁথিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টিতে বিজ্ঞান সরঞ্জামের অভাব রয়েছে।

সাঁথিয়া, আতাইকুলা ও কাশীনাথপুরে অবস্থিত ৩টি মহাবিদ্যালয়ে ক্রমশই ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বাড়ছে। আতাইকুলা মহাবিদ্যালয়টি ১৯৭৯তে রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন তহবিল থেকে ১০ লাখ টাকা পাওয়ার পর গত বছর উপজেলা পরিষদ ৩ লাখ টাকা দিয়ে ইমারত করলেও চেয়ার, বেঞ্চ কম।

সাঁথিয়া ও কাশীনাথপুর মহাবিদ্যালয় দু'টি পাবনা জেলার অন্যতম মহাবিদ্যালয় অথচ কলেজ দু'টি অদ্যাবধি উন্নয়ন খাতে কোন আর্থিক সাহায্য পায়নি। মহাবিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান সামগ্রী, বইপত্র ও বেঞ্চের অভাব। ছাত্র-ছাত্রীদের পায়খানা-প্রস্রাবখানা নেই, নেই মিলনায়তন।

মাদ্রাসাগুলোর অবস্থাও অনুরূপ। বোয়াইলমারী সিনিয়র মাদ্রাসার ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। গৌরীগ্রাম ও ধুলাউড়ি মাদ্রাসা দুটি আর্থিক সংকটে জর্জরিত।

জীবননগর

জীবন নগর (চুয়াডাঙ্গা) থেকে সংবাদদাতা জানান, জীবননগর উপজেলার জীবননগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। বিদ্যালয়টিতে শ্রেণীকক্ষ ও আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিয়মিতভাবে বেতন পাচ্ছেন না। আর্থিক সংকটের ফলে বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজ কর্তৃপক্ষ হাতে নিতে পারছেন না। বিদ্যালয়টির চারদিকে সীমানা দেয়াল না থাকায় ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। বিদ্যালয় চত্বরে সামান্য বৃষ্টিতেই পানি জমে যায়। ফলে ছাত্রীদের স্কুলে আসা অসুবিধা হয়।